"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার হও। বাবার কাছে যা কিছু পড়েছো সেসব অন্যদের পড়াও, যদি ধারণা হয়েছে তবে কাউকে বুঝিয়ে দেখাও"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিষয়ে বাবার অটল নিশ্চয় আছে? বাচ্চাদেরও সেই কথায় অটল হতে হবে?

*উত্তরঃ - ড্রামার উপরে বাবার অটল নিশ্চয় আছে। বাবা বলেন যা পাস্ট হয়ে গেছে তা হলো ড্রামা। কল্প পূর্বে যা করেছিলে তাই করবে। ড্রামা তোমাকে উপরে নীচে করতে দেবে না। কিন্তু বাচ্চাদের অবস্থা এমন হয়নি তাই মুখ থেকে বের হয় - এমনটা হলে অমন করতাম, জানা থাকলে এই কাজ করতাম না.... বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ কোরো না, ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করো যেন এমন ভুল আর না হয় ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা নিজে বলেন আমি যখন আসি কেউ জানতে পারে না, কারণ আমি গুপ্ত রূপে আসি। গর্ভে যখন আত্মা প্রবেশ করে, তখন কেউ জানতে পারে না। তিথি তারিখ বের করা যায় না। গর্ভ থেকে বেরোনোর তিথি তারিখ থাকে। তো বাবার প্রবেশের তিথি তারিখ জানা যায় না, কখন প্রবেশ করেন, কখন রথে আরূঢ় হন - কিছু জানা যায় না। তিনি যখন কাউকে দেখতেন তখন সে নেশায় চলে যেত। বুঝতে পারত কিছু প্রবেশ করেছে বা কোনো শক্তি এসেছে। শক্তি কোথা থেকে এসেছে? আমি বিশেষ কোনো জপ তপ তো করিনি। একেই বলা হয় গুপ্ত। তিথি তারিখ কিছু নেই। সূক্ষ্ম লোকের (বতনের) স্থাপনা কখন হয়, সেও বলা যায় না। মুখ্য কথা হলো মন্মনাভব। বাবা বলেন "হে আত্মারা তোমরা আমাকে, নিজের পিতাকে আহ্বান করো যে এসে পতিতদের পবিত্র করুন, পবিত্র দুনিয়া রচনা করুন" । বাবা বোঝান ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী যখন আমার আসার সময় হয় তখন চেঞ্জ অবশ্যই হয়। সত্যযুগ থেকে শুরু করে যা কিছু পাস্ট হয়েছে সেসব আবার রিপিট করা হবে। সত্যযুগ ত্রেতা নিশ্চয়ই রিপিট হবে। সেকেন্ড সেকেন্ড পার হয়ে যায়। সম্বৎ বা বর্ষ পার হতে থাকে । বলা হয় সত্যযুগ পাস্ট হয়েছে। দেখতে পাইনি তো ! বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা পার করেছো। তোমরা-ই সবার প্রথমে আমার থেকে দূরে গেছো। সুতরাং এই কথাটিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি যে পুনরায় হুবহু নিতে হবে অর্থাৎ দুঃখ এবং সুখের পার্ট প্লে করতে হবে। সত্যযুগে থাকে সুখ, বাড়ি যখন পুরানো হয় তখন কোথাও ছাদ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কোথাও আরও কিছু হয়। তখন এই চিন্তা হয় মেরামত করতে হবে। যখন অনেক পুরানো হয়ে যায় তখন ধরে নেওয়া হয় বাড়িটা আর থাকার জন্য উপযুক্ত নয়। নতুন দুনিয়ার জন্য এমন বলা হবে না। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলার যোগ্য হও। প্রতিটি বস্তু প্রথমে নতুন পরে পুরানো হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের এইসব কথা ভাবনা তে চলতে থাকে আর কেউ তো এই সবকথা বুঝতে পারবে না। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি শোনাতে থাকে, তাতেই তারা বিজি থাকে। তুমি আমি তো এই সব কাজেই বিজি ছিলাম। এখন বাবা কত বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন । বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এমন নয় সবাই যাবে। সবাই মুক্তিধামে বসে থাকবে এমনও নিয়ম নেই। প্রলয় হয়ে যাবে। তোমরা জানো এ হলো পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার হলো অত্যন্ত কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। এখন চেঞ্জ হবে তারপরে শান্তিধামে যাবে। সেখানে সুখ অনুভূতিরও কোনো ব্যাপার নেই। বলা হয়ে থাকে - যজ্ঞে যে বিঘ্ন আসে সেসব তো আসবেই। পরের কল্পেও আসতে থাকবে। তোমরা এখন পাকা মজবুত হয়ে গেছো। এই স্থাপনা বিনাশ কোনো ছোটখাট কাজ নয়। বিঘ্ন কোন্ বিষয়ে আসে ? বাবা বলেন কাম হলো মহা শত্রু এই নিয়েই অত্যাচার হয়। দ্রৌপদীর কথা আছে না ! ব্রহ্মচর্য নিয়েই সমস্ত খিটখিট। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে । সিঁড়ি নামতে হবে, পুরানো দুনিয়া হবে নিশ্চয়ই। এইসব কথা তোমরাই বুঝতে পারো এবং স্মরণও করো এবং ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তেও হবে পড়াতেও হবে, টিচার হতে হবে। নলেজ অবশ্যই বুদ্ধিতে আছে, তবেই পড়াশোনা করে টিচার হয়। তারপরে টিচারের কাছে পড়ে যারা বুদ্ধিমান হয় গভর্নমেন্ট তাদের উত্তীর্ণ করে। তোমরাও হলে টিচার। বাবা তোমাদের টিচার বানিয়েছেন। একজন টিচার কি করতে পারে। তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার। তো বুদ্ধিতে নলেজ থাকা উচিত। এই জ্ঞান তো একেবারে সঠিক - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার।

এখন যত তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো ততো লাইট আসতে থাকে। লোকেদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে, কারণ

আত্মা পবিত্র হবে স্মরণের দ্বারা। তখন কারো সাক্ষাৎকারও হতে পারে। বাবা সহযোগ দাতা, বসে আছেন, বাবা হলেন সর্বদাই বাচ্চাদের সহযোগী। পড়াশোনায় আত্মারা নম্বর অনুসারে আছে। প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে আমার ধারণা কতখানি হয়েছে। যদি ধারণা আছে তো কাউকে বুঝিয়ে দেখাও। এ হলো ধন, ধন দান না করলে কেউ মানবেনা যে এর কাছে ধন আছে। ধন দান করলে তো মহাদানী বলা হবে। মহারথী, মহাবীর কথা তো একই। সবাই একরকম তো হতে পারবেনা। তোমাদের কাছে অনেকে আসে। এক একজনের সঙ্গে বসে কতো মাথা ঘামাবে? তারা খবরের কাগজ থেকে অনেক কথা শুনে আশ্চর্য হয়। তারপরে যখন তোমাদের কাছে এসে শোনে তখন বলে আমরা পরমত অর্থাৎ অন্যদের মতানুযায়ী কি করেছি, এখানে তো সবকিছু ভালো। এক-একজনকে ঠিক করতে পরিশ্রম লাগে। এখানেও প্রচুর পরিশ্রম লাগে। তবুও কেউ মহারথী, কেউ অশ্বারোহী, কেউ পেয়াদা। এ হলো ড্রামাতে পার্ট। এই কথা তো বুঝতে পারো যে শেষে বিজয় তোমাদের হবে, কল্প পূর্বে যা ছিলে তাই হবে। পুরুষার্থ তো বাচ্চাদের করতেই হবে। বাবা পরামর্শ দেন বোঝানোর চেষ্টা করো। প্রথমে তো শিববাবার মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো - ইনি কে ? এঁনার মাথায় জল দেওয়া হয় কেন? তোমরা ভালো ভাবে জানো। গল্প আছে, একজন রাধুনী গেলো উঁনুন জ্বালাবার জন্য চারকোল আনতে আর সেখানে গিয়ে মালিক হয়ে বসলো। এই দৃষ্টান্ত তোমাদেরই। তোমরা যাও মানুষকে জাগ্রত করতে আর তোমাদেরকেই নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকা হয়, তো এমন নিমন্ত্রণ এলে খুশী হওয়া উচিত। কাশী ইত্যাদি স্থানে বড় বড় টাইটেল দেওয়া হয়। ভক্তিতে এমন অনেক মন্দির আছে, এও তো একটা ব্যবসা। কোনো ভালো মহিলা দেখল তো তাকে গীতার শ্লোক আউরিয়ে ভালো ইনকাম করে নিল । এর মধ্যে কিছুই নেই। রিদ্ধি সিদ্ধি অনেক শেখে। এমন স্থান গুলিতে তোমাদের যাওয়া উচিত । কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের কখনও শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়। তোমাদের তো গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা হলেন একমাত্র তিনি, তাঁরই মহিমা বর্ণন করতে হবে। তিনি বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো। বাকি মন্মনাভবের অর্থ এই নয় যে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করো। মামেকম্ শব্দের অর্থ হলো, এক আমাকেই স্মরণ করো - আমি প্রতিশ্রুতি করছি আমি তোমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করবো। যখন থেকে রাবণ এসেছে তখন থেকে পাপ শুরু হয়েছে। তো উঁচু পদ প্রাপ্ত করার অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। পজিশন পাওয়ার জন্য মানুষ রাত দিন কত মাথা ঘামায়, এও হলো পড়াশোনা, এতে কোনো বই হাতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৮৪-র চক্র তো বুদ্ধিতে এসে গেছে। এ কোনো বড় ব্যাপার নয়। এক-এক জন্মের ডিটেল থোড়াই বলা হবে। ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মা যে পতিত হয়েছে তাদের পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। সবাইকে এই কথাই বলো মামেকম্ স্মরণ করো। বাচ্চারা বলে বাবা যোগে থাকতে পারিনা। আরে তোমাদের সম্মুখে বলছি - আমাকে স্মরণ করো। তাহলে যোগ শব্দটি তোমরা কেন বলো ! যোগ বলো তাই তোমরা ভুলেও যাও। বাবাকে স্মরণ কে না করতে পারে। লৌকিক মাতা পিতাকে কিভাবে স্মরণ করো, ইনিও তো মাতা পিতা । ইনিও পড়েন। সরস্বতীও পড়েন। পড়াচ্ছেন একমাত্র বাবা। তোমরা যত ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ো, ততই অন্যদের বোঝাও। বাবা বলেন শাস্ত্র পড়ে, জপ তপ করে আমাকে পাবে না, তাহলে লাভ কি । সিঁড়ি তো নামতেই থাকো।

তোমাদের কোনো শত্রু নেই। তবুও তোমাদের বোঝানো হয় যে পাপ ও পুণ্য কিভাবে জমা হয়। রাবণ রাজ্য হওয়ার পরেই তোমরা পাপ করা শুরু করেছো। এমনও বাচ্চারা আছে যাদের নতুন দুনিয়া, পুরানো দুনিয়া কি তারা বিষয়টি বোঝাতে পারে না। এখন বাবা বলছেন অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো, তিনি হলেন পতিত-পাবন। বাকি তোমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। ভক্তি মার্গে পা দুটি সদা ঘরের বাইরে থাকতো। স্বামী স্ত্রীকে বলে কৃষ্ণের ছবি তো ঘরেও আছে তাহলে বাইরে কেন যাও? কি তফাৎ আছে? স্বামী হলো পরমেশ্বর, তবু তার কথাও শোনে না। ভক্তি মার্গে অনেক দূরে দূরে উঁচু মন্দির নির্মাণ করে, যাতে মানুষের মনে ভাব আসে। তোমরা বোঝাও মন্দিরে কত ধাক্কা খায়। এ হলো এক রকমের রীতি । শিব কাশীতে তীর্থ করতে যায় কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এখন তোমরা তো বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত করো। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। স্বামীর স্বামী পরমেশ্বর বাস্তবে হলেন একমাত্র তিনি-ই। যাঁকে তোমার স্বামী, কাকা, মামা সকলেই স্মরণ করে তিনি হলেন পতি পরমেশ্বর বা পিতা পরমেশ্বর। তিনি তোমাদের বলেন "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে" । তোমাদের জ্যোতি এখন জাগ্রত হচ্ছে তো তোমাদের দ্বারা মানুষ আলো দেখতে পায়। তাই বাচ্চাদের নামও খ্যাত হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদের নাম বিখ্যাত করেন তাই না ! সুদেশ বাচ্চি সুন্দর বোঝায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী । পুরুষার্থ খুব ভালো করেছে তাই পুরানোদের থেকেও এগিয়ে গেছে। এতেও বেশী পুরুষার্থ করে এগিয়ে যাবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। হতাশ হওয়া উচিত নয়। পরে আসলেও সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে। দিন দিন অনেকে এমন আসতে থাকবে। ড্রামাতে তোমাদের বিজয়ের পার্ট তো আছেই। বিঘ্নও আসবেই। অন্য সৎসঙ্গে এমন বিঘ্ন আসে না। এখানে বিকার নিয়েই হাঙ্গামা হয়। কথিত আছে অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাও। জ্ঞানের দ্বারা এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবণ রাজ্য হতে পারে না। কত

পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে। রাম রাজ্যের পাশেই রাবণ রাজ্য দেখানো হয়েছে। তোমরা টাইমও দেখাও। এই হল সঙ্গম। দুনিয়া বদলাচ্ছে। স্থাপনা, পালন এবং বিনাশ করান একমাত্র বাবা। এ হলো খুব সহজ, কিন্তু ধারণা পুরো হয় না এবং সব কথা স্মরণে থাকে বাকি জ্ঞান ও যোগ ভুলে যায়। তোমরা হলে উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান। দিন দিন তোমরা সলভেন্ট (সমৃদ্ধ) হতে থাকো। ধন প্রাপ্ত হয়, তাই না ! খরচও হতে থাকে। বাবা বলেন খাজানা ভরতে থাকবে। কল্প পূর্বের মতন তোমরা খরচ করবে। ড্রামা কম বেশী করতে দেবে না। ড্রামার উপরে বাবার অটল নিশ্চয় আছে। যা পাস্ট হয়েছে সব ড্রামা। এমন বলা উচিত নয় যদি এমন হত, এমন করতাম না। এখন সেই অবস্থা আসে নি। কিছু কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, পরে ফীল হয়। বাবা বলেন অতীতকে স্মরণ কোরো না, ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করো যে এমন ভুল যেন পুনরায় না হয় তাই বাবা বলেন চার্ট লেখো, এতে অনেক কল্যাণ আছে। বাবা এক ব্যক্তিকে দেখেছিলেন যে নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী লিখছিলেন, ভেবেছিলেন বাচ্চারা তার থেকে শিখবে। এখানে তো শ্রীমৎ অনুসারে চললেই কল্যাণ। এখানে মিথ্যা চলতে পারে না। নারদের দৃষ্টান্ত আছে। চার্টের দ্বারা অনেক লাভ হয়। বাবা আদেশ করেন তো বাচ্চাদের সেই আদেশ অনুযায়ী চলা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের বোঝাতে হবে। জ্ঞান ধন দান করে মহাদানী হতে হবে। কারোর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক না করে বাবার প্রকৃত সত্য পরিচয় দিতে হবে।

২) তোমাদের অতীতের কথা নিয়ে চিন্তন করতে হবে না। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে পুনরায় যেন আর ভুল না হয়। নিজের সত্য প্রকৃত চার্ট রাখতে হবে।

বরদানঃ- যোগের দ্বারা উচ্চ স্থিতির অনুভবকারী ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

তোমরা রাজযোগী বাচ্চারা যোগে উচ্চ স্থিতির অনুভব করে থাকো, হঠযোগী আবার শরীরকে উপরে উঠায়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, উচ্চ স্থিতিতে থাকো, সেইজন্য বলা হয় যোগী উচ্চে থাকে। তোমাদের মনের স্থিতির স্থান হলো উচ্চ, কারণ তোমরা ডবল লাইট হয়ে গেছো। এমনিতেও বলা হয় যে, ফরিস্তাদের পা ধরনীতে থাকে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যার বুদ্ধি রূপী পা ধরনীতে থাকবে না, দেহ বোধে থাকবে না। পুরানো দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ যেন না থাকে।

স্লোগানঃ- এখন দুয়া'র (আশীর্বাদ) খাতাকে সম্পন্ন বানিয়ে তোলো তবে তোমাদের চিত্রের দ্বারা সকলের অনেক জন্মের দুয়া প্রাপ্ত হতে থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করবার জন্য এখনই এখনই আওয়াজে এসে, ডিসকাস করতে করতে, পরিবেশ যেমনই হোক না কেন সেকেন্ডে সকল সংকল্প গুলিকে স্টপ করে আওয়াজের ঊর্ধ্বে, ডিট্যাচ্ড ফরিস্তা স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও। এইমাত্র কর্মযোগী, আবার এখনই ফরিস্তা অর্থাৎ আওয়াজের ঊর্ধ্বে অব্যক্ত সাইলেন্সের অনুভূতি । এই অভ্যাস লাস্ট পেপারে বিজয়ী বানিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;